আওয়ামীলীগ সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পায়নি কানাডার আদালত

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ, তার অঙ্গসংগঠন যুবলীগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) এবং পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কানাডায় ২০১৯ সালের মার্চে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চান বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদ নামে একজন বাংলাদেশি। তবে তার শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাওয়ার আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল কানাডার শরণার্থী সুরক্ষা বিভাগ (আরপিডি)। অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা না থাকায় সেটি প্রত্যাখান করা হয়। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করলেও মাসুদ আদালতকে যথাযথ প্রমাণ দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় কানাডার ফেডারেল আদালত তা খারিজ করে দিয়েছেন। গত ১২ অক্টোবর মামলা খারিজ করে রায় প্রকাশ করে কানাডার ফেডারেল আদালত।

মামলার রায়ে বলা হয়, বুরহান উদ্দিন শিকদার মাসুদের অভিযোগগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেনি আরপিডি। যার প্রেক্ষিতে মাসুদ শরণার্থী আপিল বিভাগে (আরএডি) আবেদন করেন। আপিল করার পরে, তিনি তার পক্ষে নতুন প্রমাণ দাখিল করার চেষ্টা করেছিলেন। আরপিডির তদন্তকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন মাসুদ। আরএডি নতুন প্রমাণ গ্রহণ করেনি কারণ সেগুলো বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি এবং আপিলটি খারিজ করে দেওয়া হয়।

ফেডারেল আদালতের নথিতে বলা হয়, মাসুদ তার আপিল খারিজের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার বিষয়ে বেশ কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এগুলোকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পার- মূল নথিগুলো দেখার জন্য আরএডির অনুরোধের ন্যায্যতা; নতুন প্রমাণ গ্রহণ না করার এবং মৌখিক শুনানি না করার আরএডির সিদ্ধান্তের চ্যালেঞ্জ এবং আরএডির বিশ্বাসযোগ্যতার তদন্তের চ্যালেঞ্জ।

কানাডার ফেদারেল আদালতের বিচারক সাদ্রেহাশেমী রায়ে বলেন, ‘মাসুদ আমাকে সন্তুষ্ট করেননি যে আরএডির প্রক্রিয়াটি অন্যায্য ছিল বা

মাসুদ কোন মূল কাগজ জমা দেননি।

আরএডি ২০২২ সালের ২১ শে মার্চ আপিলটি খারিজ করে দেয়। আরপিডির মতো, আরএডি দেখতে পেয়েছে যে মাসুদ তার দাবি প্রমাণ করতে জালনথি জমা দিয়েছিলেন।

সর্বপ্রথম ২০১৭ সালে মোহাম্মাদ জুয়েল হোসেন গাজী নামে ঢাকার মিরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলের একজন কর্মীর কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদন নাকচ হওয়ার পর কানাডার ফেডারেল কোর্টে রিভিউর আবেদনে বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন বলা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে বিএনপির কর্মী হিসেবে মো. মোস্তফা কামাল নামে এক ব্যক্তি আশ্রয় চাইলে দ্বিতীয় দফায় বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। একই বছরের অক্টোবরে মাসুদ রানা এরপর ২০২২ সালে ছাত্রদল কর্মী সেলিম বাদশার অভিবাসন নাকচ করার সময়ও বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন উল্লেখ করেন কানাডার আদালত।

সর্বশেষ গত ১৫ জুন মোহাম্মদ জিপসেদ ইবনে হক নামে এক বিএনপিকর্মী কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করলে তা নাকচ করে দেন দেশটির ফেডারেল কোর্ট। রায়ে উল্লেখ করা হয়, ওই ব্যক্তি এমন দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেই সংগঠন বল প্রয়োগ এবং সন্ত্রাসের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার উৎখাতের চেষ্টা করছে। রিভিউর আবেদন নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে অভিহিত করেন।